মেহেরপুরে স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার বিকেল ৫টায় মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আয়োজনে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মোল্লা মিন্টুর সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব শহিদুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. কামরুল হাসান ও মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিনুল ইসলাম।

আলোচনা সভায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের স্বেচ্ছাসেবক দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. কামরুল হাসান বলেন, “স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রতিটি ওয়ার্ড ও অঞ্চলের যোগ্য ও সক্রিয় নেতাকর্মীদের মধ্য থেকেই আহ্বায়ক ও সিনিয়র নেতাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আমরা আশা করেছিলাম, যাদের কমিটিতে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে তারা মেহেরপুরের স্বেচ্ছাসেবক দলকে সুন্দর, সুসংগঠিত ও শক্তিশালীভাবে গড়ে তুলবেন—যেভাবে তারেক রহমান চান। আপনারা ইতোমধ্যে তার প্রমাণ দিয়েছেন। ইনশাআল্লাহ, মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দল আরও এগিয়ে যাবে।”

আলোচনা সভায় বক্তারা স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর তাৎপর্য তুলে ধরেন। একই সঙ্গে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী, সুসংগঠিত ও গতিশীল করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তারা।

পরে দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে নেতাকর্মীরা সংগঠনের ঐক্য ও সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও বেগবান করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

মেহেরপুর পৌর জাসাসের উদ্যোগে গাছের চারা রোপণ ও বিতরণ

মেহেরপুরে পৌর জাসাসের উদ্যোগে গাছের চারা রোপণ ও বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল বুধবার পৌর এলাকার যাদবপুর ব্রিজসংলগ্ন এলাকায় এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর পৌর জাসাসের সাধারণ সম্পাদক এস এম মকিদুর রহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান ও পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিব। এ ছাড়া জেলা জাসাসের সদস্যসচিব এ. বাকী বিল্লাহ, বিএনপি নেতা শাহিনুর রহমানসহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

কর্মসূচিতে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব তুলে ধরেন বক্তারা। পরে উপস্থিত নেতাকর্মীরা বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা রোপণ করেন এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে চারা বিতরণ করেন।

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার এজেন্ট শামীম রেজা আবারো গ্রেপ্তার

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট এবং সাইবার সুরক্ষা আইনে দায়ের হওয়া একাধিক মামলার চার্জশিটভুক্ত আসামি শামীম রেজাকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা

গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ৭টার দিকে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামে নিজ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর আগেও সে গ্রেপ্তার হয়েছিলো।

ডিবির একটি সূত্র ও স্থানীয় গ্রামবাসী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

শামীম রেজার বিরুদ্ধে অনলাইন জুয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগে মেহেরপুরে দুটি এবং ঢাকার সিআইডিতে আরও তিনটি মামলা চলমান রয়েছে। এ ছাড়া সিআইডির সাইবার পুলিশ সেন্টার তার বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিংয়ের একাধিক অভিযোগে তদন্ত করছে বলে ঢাকা সিআইডির একটি সূত্র জানিয়েছে।

গ্রেপ্তারের বিষয়ে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) ওসি প্রদীপ কুমার সানার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ‘আমি একজন সাক্ষীর কারণে বর্তমানে মেহেরপুরের বাইরে রয়েছি। তবে আমার টিম একজন এজেন্টকে গ্রেপ্তার করেছে বলে শুনেছি। কাকে, কী কারণে এবং কোথা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তা তদন্ত ও যাচাই-বাছাই শেষে আগামীকাল অফিসিয়াল প্রেস রিলিজের মাধ্যমে আপনাসহ সব গণমাধ্যমকর্মীকে জানিয়ে দেওয়া হবে।’

স্থানীয় সূত্র ও অনুসন্ধানে জানা যায়, অনলাইন জুয়ার ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর অল্প সময়ের মধ্যেই শামীমের সম্পদের পরিমাণ বাড়তে থাকে বলে স্থানীয়দের দাবি। পৈতৃক বাড়ি সংস্কারের পাশাপাশি আরও দুটি বহুতল ভবনের মালিক হয়েছেন বলেও স্থানীয়রা জানিয়েছেন। বর্তমানে যে বাড়িতে তিনি বসবাস করেন, সেটির পাইলিং করতেই দুই কোটি টাকার বেশি ব্যয় হয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের। বাড়িটির নিচে রয়েছে দুই তলা আন্ডারগ্রাউন্ড এবং ওপরে আরও তিন তলা।

বাড়ির পাশে থাকা একটি আমবাগানের অর্ধেকও শামীম কিনে নিয়েছেন বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। কোমরপুর গ্রামে প্রথম হার্ডওয়্যারের ব্যবসা শুরু করার সময় প্রায় দুই কোটি টাকার মালামাল তুলেছিলেন বলেও দাবি করেন স্থানীয়রা। এরপর অল্প সময়ের মধ্যে শুধু কোমরপুর গ্রামেই প্রায় ২৫ বিঘা জমি কিনেছেন বলে এলাকাবাসীর দাবি।

এ ছাড়া সাহেবপুর গ্রামে শ্বশুর ও স্ত্রীর নামে বিপুল পরিমাণ জমি কেনার অভিযোগও পাওয়া গেছে। তবে এ অভিযোগের বিষয়টি এখনো সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বিপুল অর্থের মালিক হওয়ার পর শামীম টাকার প্রভাবে এলাকায় মাদক ব্যবসা ও নারী কেলেঙ্কারিতেও জড়িয়ে পড়েছেন। নিরাপত্তাজনিত কারণে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কোমরপুর গ্রামের কয়েকজন বাসিন্দা জানান, কিছুদিন আগে শামীমের একটি অনলাইন জুয়া চ্যানেলের এক পার্টনারকে অস্ত্র মামলায় ফাঁসিয়ে তার টাকা ও চ্যানেল আত্মসাৎ করার অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, শামীমকে গ্রেপ্তারে মেহেরপুরে তিনবার অভিযান পরিচালনা করেছিল ঢাকার অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।

মেহেরপুরে এনএসআই পরিচয়ে মাদক উদ্ধারে গিয়ে যুবক আটক

মেহেরপুর সদর উপজেলার রায়পুর গ্রামে জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার (এনএসআই) সদস্য পরিচয়ে মাদক উদ্ধারে গিয়ে মামুন (৩৫) নামে এক যুবক স্থানীয়দের হাতে আটক হয়েছেন। পরে তাকে পুলিশে সোপর্দ করা হয়। স্থানীয়দের দাবি, তার কাছ থেকে পুলিশের পোশাক, ওয়াকিটকি, ভুয়া পরিচয়পত্র ও ক্যাপ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে রায়পুর গ্রামের হাইলদ্দি শেখের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিনুর রহমান খান। আটক মামুন মেহেরপুর সদর উপজেলার আশরাফপুর গ্রামের কলিমুদ্দিনের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার বিকেলে রায়পুর গ্রামে সন্দেহজনকভাবে মামুনকে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। একপর্যায়ে তিনি মাদক উদ্ধারের কথা বলে হাইলদ্দি শেখের বাড়িতে তল্লাশি শুরু করেন। তার আচরণ সন্দেহজনক মনে হলে স্থানীয়রা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এ সময় প্রথমে তিনি নিজেকে পুলিশ সদস্য হিসেবে পরিচয় দেন। পরে কথাবার্তায় অসঙ্গতি ধরা পড়লে নিজেকে চুয়াডাঙ্গায় কর্মরত এনএসআই সদস্য বলে দাবি করেন।

তার পরিচয় যাচাই করতে স্থানীয়রা চুয়াডাঙ্গা এনএসআই কার্যালয়ে যোগাযোগ করেন। সেখান থেকে মামুন নামে কোনো কর্মকর্তা বা সদস্য কর্মরত নেই বলে জানানো হয়। বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর স্থানীয়রা মেহেরপুর সদর থানায় খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মামুনকে হেফাজতে নেয়।

স্থানীয়দের দাবি, মামুনের কাছ থেকে পুলিশের পোশাক, ওয়াকিটকি, পরিচয়পত্র ও ক্যাপ পাওয়া গেছে। এসব সামগ্রী তার কাছে কীভাবে এসেছে এবং সরকারি সংস্থার ভুয়া পরিচয় দিয়ে তল্লাশি চালানোর পেছনে তার উদ্দেশ্য কী ছিল, তা তদন্ত করে দেখার দাবি জানিয়েছেন তারা।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির জানান, বিষয়টি প্রাথমিক অনুসন্ধানের পর্যায়ে রয়েছে। আটক ব্যক্তির প্রকৃত পরিচয় এবং তার কাছে পাওয়া সামগ্রীর উৎস সম্পর্কে তদন্ত করা হচ্ছে। অনুসন্ধান শেষে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পরামর্শ অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মহাসড়কের বিভাজন দেয়ালে পাট শুকাচ্ছেন কৃষক

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের প্রায় ৩০ কিলোমিটার অংশ চার লেনে উন্নীত করার কাজ শেষ হয়েছে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে।

প্রসস্ত সড়ক, মাঝখানে সড়ক বিভাজন (ডিভাইডার) আর নতুন অবকাঠামোয় বদলে গেছে এ পথের চেহারা। তবে নতুন এই বিভাজনের দেয়াল এখন শুধু যানবাহনের গতিপথ আলাদা করছে না, কৃষকের পাট শুকানোর কাজেও ব্যবহৃত হচ্ছে।

সড়কের বিভিন্ন স্থানে দেখা গেছে, কৃষকেরা ডিভাইডারের দেয়ালে পাটের আঁটি তুলে দিচ্ছেন। রোদে শুকানোর জন্য সড়কের পাশে ও বিভাজনের ওপর পাট মেলে রাখা হয়েছে। এতে একদিকে কৃষকের বাড়তি

জায়গার প্রয়োজন মিটছে, অন্যদিকে ব্যস্ত মহাসড়কের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

সড়কের পাশে পাট শুকাচ্ছিলেন গাংনীর এক পাটচাষি আবদুল কাদের। তিনি বলেন, পাট শুকানোর জায়গা পাওয়া এখন বড় সমস্যা।

বাড়ির উঠান ছোট, মাঠেও সব সময় জায়গা থাকে না। ডিভাইডারের দেয়ালে পাট দিলে রোদ ভালো লাগে, শুকাতেও সময় কম লাগে। তবে গাড়ি খুব দ্রুত চলে ঝুঁকি যে আছে, সেটাও বুঝি।

তার মতো অনেক কৃষকের কাছেই সড়কের বিভাজন যেন অস্থায়ী পাট শুকানোর মাচা হয়ে উঠেছে। কিন্তু সড়ক ব্যবহারের নিয়মে এ ধরনের কাজে বিভাজন ব্যবহার করা কতটা নিরাপদ, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

সড়কে পাট শুকানোকাজে যুক্ত এক শ্রমিক রফিকুল ইসলাম বলেন, আমারা শ্রমিক। আমাদের যেখানে বলবে সেখানেই পাট মেলে শুকাবো।

সড়ক ও জনপথ বিভাগের এক কর্মকর্তা বলেন, এই ডিভাইডার বানানো হয়েছে রাস্তার দুই পাশের যানবাহন আলাদা রাখার জন্য। এখন দেখছি অনেকে সেখানে পাট শুকাচ্ছেন। পাট শুকাতে গিয়ে কেউ যদি রাস্তার দিকে চলে আসেন বা কোনো পাট পড়ে যায়, তখন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তিনি আরও বলেন, সড়কটি নতুন হওয়ায় এখন যানবাহনের গতি অনেক বেশি। তাই রাস্তার পাশে কোনো কিছু শুকানো বা রাখা ঠিক হবে না। কৃষকদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা থাকলে ভালো হয়।

স্থানীয় কৃষকেরা বলছেন, পাট উৎপাদনের পর শুকানো ও সংরক্ষণে গ্রামাঞ্চলে জায়গার সংকট দিন দিন বাড়ছে। ফলে সড়কের পাশে খোলা জায়গা, সেতুর রেলিং কিংবা ডিভাইডাঠ যেখানে একটু রোদ পাওয়া যায়, সেখানেই পাট শুকানোর চেষ্টা করেন তাঁরা।

তবে চার লেনের নতুন এই মহাসড়ককে কৃষিপণ্য শুকানোর জায়গা হিসেবে ব্যবহার করা হলে সড়কের সৌন্দর্য ও নিরাপত্তা দুটিই ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বিশেষ করে পাটের আঁটি বা শুকানো পাট বাতাসে কিংবা অসাবধানতায় মূল সড়কে চলে এলে বড় ধরনের দুর্ঘটনার ঝুঁকি তৈরি হতে পারে।

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কটি এখন দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের যোগাযোগে গুরুত্বপূর্ণ একটি সড়ক। চার লেনে উন্নীত হওয়ার পর এ পথে যান চলাচল যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে যানবাহনের গতিও। তাই কৃষকের পাট

শুকানোর প্রয়োজনের সঙ্গে সড়কের নিরাপত্তার বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে দেখার দাবি স্থানীয়দের।

কৃষকের পাট শুকানোর জায়গা যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন নিরাপদ সড়কও। নতুন চার লেনের সড়কের বিভাজন যেন সেই প্রয়োজনের অস্থায়ী সমাধান না হয়ে ভবিষ্যতের কোনো দুর্ঘটনার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এখনই সে বিষয়ে নজর দেওয়ার সময়।

গাংনীতে ৪ পিস ইয়াবাসহ যুবক আটক, জেল-জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনীতে ৪ পিস ইয়াবাসহ আটক তরিকুল ইসলাম (৪৪) নামের এক ব্যক্তিকে দুই হাজার টাকা জরিমানা ও ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

মঙ্গলবার (১৮ আগস্ট) দুপুরে দুপুরে কসবা গ্রামে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। সাজাপ্রাপ্ত তরিকুল ইসলাম ওই গ্রামের মৃত আব্দুল মান্নানের ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, নিজ বাড়িতে মাদক রেখে কেনাবেচা করা হচ্ছে, এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাংনী থানা পুলিশের একটি দল অভিযান চালিয়ে তরিকুল ইসলামকে আটক করে। শরীর তল্লাশী করা হলে তার কাছ থেকে ৪ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

পরে গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাবিদ হোসেন ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

এ সময় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১৮ এর ৩৬(৫) ধারায় তরিকুল ইসলামকে দুই হাজার টাকা জরিমানা এবং সাত দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

গাংনী সীমান্তে ১৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রংমহল সীমান্তে অভিযান চালিয়ে ১৫ কেজি ভারতীয় গাঁজা উদ্ধার করেছে ৪৭ বিজিবি। মঙ্গলবার (১৮ আগস্ট) ভোরে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

৪৭ বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, সীমান্তের ১৩৭/২-এস পিলার থেকে আনুমানিক ২০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে রংমহল নামক স্থানে বিজিবির একটি চৌকস টহল দল অভিযান পরিচালনা করে।

এ সময় মালিকবিহীন অবস্থায় ১৫ কেজি ভারতীয় গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধার করা গাঁজার আনুমানিক সিজার মূল্য ৫২ হাজার ৫০০ টাকা। পরে উদ্ধার করা মাদকদ্রব্য গাংনী থানায় জমা দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ৭০ মেধাবী শিক্ষার্থীকে জেলা পরিষদের বৃত্তি প্রদান

‘সবার আগে বাংলাদেশ’ এই স্লোগানকে সামনে রেখে মেহেরপুর জেলা পরিষদের উদ্যোগে জেলার মেধাবী ও কৃতী শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান-২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৮ আগস্ট) সকাল ১১টার দিকে মেহেরপুর জেলা পরিষদের হলরুমে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জেলার ৭০ জন মেধাবী শিক্ষার্থীর মধ্যে বৃত্তির অর্থ ও সম্মাননা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সভাপতি আলহাজ্ব জাভেদ মাসুদ মিল্টন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আবদুর রাহীম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) এইচ. এম. সালাউদ্দীন মনজু।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা পরিষদের প্রশাসক আলহাজ্ব জাভেদ মাসুদ মিল্টন বলেন, “শিক্ষাই একটি জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রধান ভিত্তি। মেধাবী শিক্ষার্থীরাই আগামী দিনের বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেবে। অর্থের অভাবে যেন কোনো মেধাবী শিক্ষার্থীর পড়াশোনা বন্ধ না হয়, সে লক্ষ্যেই জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে এই বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ভবিষ্যতেও মেধাবী ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের পাশে জেলা পরিষদ থাকবে।”

তিনি শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করে নিজেদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে দেশ ও মানুষের কল্যাণে নিজেদের মেধা ও প্রতিভা কাজে লাগানোর আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে জেলা পরিষদের কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিক্ষা বিভাগের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, অভিভাবক ও বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জেলা পরিষদের প্রধান সহকারী জাহিদুল ইসলাম জাহিদ।

মেহেরপুরে সাপের কামড়ে গৃহবধূর মৃত্যু

মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের নুরপুর গ্রামে সাপের কামড়ে বিলকিস আক্তার (৩৫) নামে এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। সোমবার দিবাগত রাতে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

নিহত বিলকিস আক্তার নুরপুর গ্রামের বাসিন্দা খোকনের স্ত্রী। তিনি তিন সন্তানের জননী। তার স্বামী দীর্ঘদিন ধরে প্রবাসে অবস্থান করছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা ও স্বজনরা জানান, সোমবার দিবাগত রাত আনুমানিক ১টার দিকে বিলকিস নিজ ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। এ সময় একটি সাপ তাকে কানে কামড় দেয়। বিষয়টি টের পেয়ে পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় এক ওঝার কাছে নিয়ে যান। সেখানে ঝাড়ফুঁক করার পরও তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে।

পরে তাকে দ্রুত মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা জানান, সাপের বিষের প্রতিষেধক (অ্যান্টিভেনম) না থাকায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার করা হয়।

স্বজনরা দ্রুত তাকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

“হেলদি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার—সময়ের নতুন দাবি”

ভূমিকাএকটি দেশের উন্নয়নের দৃশ্যমান প্রতিচ্ছবি তার অবকাঠামো। সড়ক, সেতু, ভবন, আবাসন, হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিল্পকারখানা, পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা—সবকিছু মিলেই গড়ে ওঠে একটি দেশের উন্নয়নের ভিত্তি। তবে শুধু অবকাঠামোর সংখ্যা বাড়ালেই উন্নয়ন টেকসই হয় না। সেই অবকাঠামো কতটা নিরাপদ, দীর্ঘস্থায়ী, পরিবেশবান্ধব এবং মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্যের জন্য উপযোগী—সেটিই এখন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

এই পরিবর্তিত বাস্তবতায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের ভূমিকা নতুনভাবে মূল্যায়ন করা জরুরি। একসময় একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের প্রধান কাজ হিসেবে নকশা, কাঠামোগত হিসাব, নির্মাণ তদারকি ও প্রকল্প বাস্তবায়নকে বিবেচনা করা হতো। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে

প্রকৌশলীর দায়িত্ব আরও বিস্তৃত হয়েছে।

এখন তাকে নিরাপত্তা, পরিবেশ, জনস্বাস্থ্য, জলবায়ু পরিবর্তন, সম্পদের দক্ষ ব্যবহার, প্রযুক্তি এবং নৈতিকতার বিষয়ও বিবেচনা করতে হয়। এই নতুন বাস্তবতার প্রয়োজন থেকেই সামনে আসে ‘হেলদি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার’ ধারণা।

হেলদি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার বলতে কী বোঝায়?
‘হেলদি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার’ কোনো আনুষ্ঠানিক ডিগ্রি বা পেশাগত পদবি নয়; এটি একজন প্রকৌশলীর দায়িত্বশীল ও সমন্বিত পেশাগত দর্শন। একজন হেলদি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার শুধু একটি কাঠামো কতটা শক্তিশালী হবে তা ভাববেন না। তিনি ভাববেন—এই কাঠামো ব্যবহারকারীর জন্য কতটা নিরাপদ, পরিবেশের ওপর এর প্রভাব কতটা, এটি কতদিন কার্যকর থাকবে, ভবিষ্যতে রক্ষণাবেক্ষণ কতটা সহজ হবে এবং মানুষের জীবনযাত্রার মান কতটা উন্নত করবে।

অর্থাৎ তার চিন্তার ভিত্তি হবে—নিরাপত্তা + স্থায়িত্ব + স্বাস্থ্য + পরিবেশ + প্রযুক্তি + নৈতিকতা।

নিরাপত্তা হবে প্রথম অগ্রাধিকার
একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো মানুষের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ভবনের নকশায় স্বাভাবিক লোডের পাশাপাশি ভূমিকম্প, বাতাস, বন্যা, অগ্নিকাণ্ডসহ সম্ভাব্য ঝুঁকি বিবেচনা করা জরুরি। নির্মাণের সময়ও নকশা অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কি না, উপকরণের মান ঠিক আছে কি না এবং গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণধাপ যথাযথভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কি না—তা নিশ্চিত করতে হবে।
একটি ভুল নকশা, নিম্নমানের উপকরণ বা উপেক্ষিত নিরাপত্তা সমস্যা ভবিষ্যতে বড় দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। তাই হেলদি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের মূল নীতি হওয়া উচিত—“নিরাপত্তার সঙ্গে কোনো আপস নয়।”

টেকসই অবকাঠামো ও পরিবেশ
টেকসই অবকাঠামো মানে শুধু দীর্ঘদিন টিকে থাকা নয়। নির্মাণ ও ব্যবহারে সম্পদের অপচয় কমানো, পরিবেশের ক্ষতি হ্রাস করা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজন বিবেচনা করাও টেকসই উন্নয়নের অংশ।

একটি ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে পানি ও শক্তির দক্ষ ব্যবহার, প্রাকৃতিক আলো-বাতাস, বৃষ্টির পানি ব্যবস্থাপনা, নির্মাণবর্জ্য নিয়ন্ত্রণ এবং উপযুক্ত নির্মাণসামগ্রী নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ।

একইভাবে সড়ক, সেতু, আবাসন ও নগর উন্নয়নেও পরিবেশগত প্রভাব বিবেচনা করা দরকার।
মানুষের স্বাস্থ্য ও হেলদি বিল্ডিং

মানুষ তার জীবনের একটি বড় অংশ ভবন ও নির্মিত পরিবেশের মধ্যে কাটায়। তাই ভবনের পরিবেশ মানুষের স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের ওপর প্রভাব ফেলে। পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক আলো, বায়ু চলাচল, তাপমাত্রার ভারসাম্য, আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ এবং শব্দদূষণ কমানোর মতো বিষয়গুলোও আধুনিক নির্মাণে গুরুত্ব পাওয়া উচিত।

হেলদি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার তাই শুধু কাঠামোগত নিরাপত্তা নয়, ভবন ব্যবহারকারীর স্বাস্থ্য, আরাম ও জীবনমানকেও গুরুত্ব দেবেন। প্রকৌশল নৈতিকতা প্রকৌশল পেশায় জ্ঞান ও দক্ষতার পাশাপাশি সততা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ একজন প্রকৌশলীর সিদ্ধান্তের সঙ্গে মানুষের জীবন ও সম্পদ সরাসরি জড়িত। নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহার জেনেও নীরব থাকা, পরীক্ষার ফলাফল গোপন করা, নকশাগত ত্রুটি উপেক্ষা করা কিংবা ব্যক্তিগত স্বার্থে প্রকল্পের মানের সঙ্গে আপস করা পেশাগত নৈতিকতার পরিপন্থী।

হেলদি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার জানবেন—তার সর্বোচ্চ দায়িত্ব মানুষের জীবন, নিরাপত্তা এবং প্রকৌশলগত সত্যের প্রতি।

প্রযুক্তি ও আজীবন শিক্ষা
প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কাজের ধরনও বদলে দিচ্ছে। Building Information Modeling (BIM), GIS, ড্রোন সার্ভে, ডিজিটাল মনিটরিং, ডেটা অ্যানালিটিক্স এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভবিষ্যতের প্রকৌশলকে আরও তথ্যনির্ভর ও দক্ষ করে তুলছে।
তাই আধুনিক প্রকৌশলীকে প্রচলিত জ্ঞানে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। তাকে নিয়মিত শিখতে হবে, নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করতে হবে এবং পরিবর্তিত বিশ্বের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে হবে। Lifelong Learning বা আজীবন শেখার মানসিকতা একজন হেলদি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

বাংলাদেশের বাস্তবতায় হেলদি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার
বাংলাদেশে দ্রুত নগরায়ণ ও অবকাঠামো উন্নয়নের কারণে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের চাহিদা বাড়ছে। একই সঙ্গে ভূমির সীমাবদ্ধতা, জলাবদ্ধতা, বন্যা, ভূমিকম্পের ঝুঁকি, পরিবেশদূষণ, নির্মাণবর্জ্য

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Engineering + Ethics + Health + Environment + Technology + Leadership

[illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]–[illegible]

[illegible]: [illegible]